



356266 - ছোট বয়সে মসজিদ থেকে একটি মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) নিয়েছিলি, এখনও স্টেট তার কাছে বাসায় আছে; এখন তার করণীয় কি?

প্রশ্ন

আমি ছোট থাকতে এক মসজিদে কুরআন শরফি মুখস্বত করতাম। আমরা রঙনি ছাপার ইয়াসীন-চৌথা (কুরআনের এক চতুর্থাংশ নিয়ে ছাপানো বই) থেকে মুখস্বত করতাম। যখন আমাদের শাইখ অন্য মসজিদে স্থানান্তর হতে চাইলেন তখন এই মুসহাফগুলো (কুরআনগ্রন্থগুলো) আমাদের মাঝে বলি করে দলিলে এবং নরিদশে দলিলে: আমরা যেন মুসহাফগুলোসহ অন্য মসজিদে হায়রি হই; যাত করে সেখানে আমরা আমাদের পড়া সমাপ্ত করতে পারি এবং মুসহাফগুলো প্রথম মসজিদে বদলে সেই মসজিদে থেকে যাবে। কিছুদিন পর দ্বিতীয় মসজিদেও হালাকা (হফিয়রে মজলসি) বন্ধ হয়ে গেল। সেখানে আর কটে পড়াচ্ছিলি না। আমি সেই মুসহাফটি সাথে করে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। এখন নয় বছরেও বেশি সময় পরে সেই মুসহাফটি পয়েছে। আমি জানি না— আমি কি স্টেট মসজিদে ফেরত দবি; নাকি আমি স্টেট থেকে বাসায় আমার হফিয় শেষ করব? উল্লেখ্য, মসজিদে এখন কোন হফিয়রে হালাকা নই এবং বর্তমানে মসজিদে এমন কোন কপি নই যাই কপিটি আমার কাছে আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মসজিদে সংরক্ষিত মুসহাফগুলো এক মসজিদ থেকে অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা জায়যে নয়। তবে যদি সেগুলো সংশ্লিষ্ট মসজিদে কাজে না লাগে— মসজিদটি ভেঙে ফেলার কারণে কিংবা প্রয়োজন করে চয়ে লক্ষ্যনীয় হারে বড়ে যাওয়ার কারণে; সেক্ষেত্রে অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা যাবে। এ মুসহাফগুলো কটে বাসায় নিয়ে যাওয়া জায়যে নয়।

শাইখ বনি বায় (রহঃ) বলেন: “যদি কোন ছোট মসজিদে কিছু মুসহাফের প্রয়োজন না থাকে তাহলে অতিরিক্ত মুসহাফগুলো অন্য মসজিদে স্থানান্তর করতে কোন অসুবিধা নই; যাই মসজিদে এর প্রয়োজন আছে। কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ মুসহাফগুলোর মাধ্যমে মুসল্লিগণ উপকৃত হওয়া। সতর্কতাস্বরূপ এক্ষেত্রে ইমামের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ো। কেননা মসজিদে প্রয়োজন সম্পর্কে ইমাম সম্যক অবগত।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (২০/১৫)]

আপনার শাইখ মুসহাফগুলো দ্বিতীয় মসজিদে স্থানান্তর করে ভুল করছেন— যদি না মুসহাফগুলো প্রথম মসজিদে জন্য ওয়াকফকৃত না হয়ে হফিয়রে হালাকার জন্য ওয়াকফকৃত হয়ে থাকে। হালাকার জন্য ওয়াকফকৃত হয়ে থাকলে হালাকা যখনে মুসহাফগুলো সেখানে স্থানান্তর করা যাবে। কিংবা যদি না মুসহাফগুলো প্রথম মসজিদে প্রয়োজন অতিরিক্ত না হয়ে



থাকবে।

পক্ষান্তরে মসজিদ থেকে মুসহাফটি আপন বাসায় নিয়ে আসা; এটি হারাম। এখন আপনার উপর আবশ্যিক হলো মুসহাফটি প্রথম মসজিদে ফিরিয়ে দেয়া।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১৬/১৯) এসছে:

“বাসায় পড়ার জন্য মসজিদে হারাম থেকে মুসহাফ বের করা জায়যে হবে?

জবাব: মুসহাফ বা কিতাব বিশেষ স্থানে উপকৃত হওয়ার জন্য ওয়াক্ফ করা হলে অন্যত্র এগুলো নিয়ে যাওয়া জায়যে নহে; সেই স্থান মসজিদে হারাম হোক কিংবা অন্য কোন স্থান হোক। তবে ওয়াক্ফের স্থান যদি নিশ্চয় হয়ে যায় তাহলে সম ধরণে স্থানে কিংবা তার চয়ে উত্তম উপকৃত হওয়ার স্থানে স্থানান্তর করা যাবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি গুদাইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি কুয়ুদ।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “মসজিদসমূহে ওয়াক্ফ সম্পদগুলো মসজিদ থেকে বের করা কারো জন্য জায়যে নয়; এমনকি সটো উপকৃত হওয়ার জন্য হলেও। তাই কোন মুসহাফ বাসায় পড়ার জন্য বের করা জায়যে নয়। মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত কোন বই বাসায় পড়ার জন্য বের করা জায়যে নয়। কোন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি কিংবা অন্য কিছু বাসায় ব্যবহারের জন্য বের করা জায়যে নয়। মসজিদের জন্য খাস জিনিস মসজিদ থেকে বের করা নাজায়যে।

কিছু মানুষ মনে করে মসজিদে থাকা মুসহাফগুলো যহেতে প্রত্যকে যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে তাহদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফকৃত তাই কোন ব্যক্তি নিজের বাসাতে নিয়ে একাকী এর থেকে উপকৃত হতে পারে। এটি ভুল ধারণা। কেননা হতে পারে আপনি নিয়ে যাবেন আর মসজিদে আগত মানুষের সটো প্রয়োজন। সক্ষেত্রে আপনি মানুষকে মুসহাফগুলো থেকে বঞ্চিত করলেন। এমনকি মুসহাফ যদি অনেকে হয় তদুপরি। কেননা হতে পারে মসজিদে অনেকে মানুষ আসে।

যাই হোক প্রত্যকে যা কিছু মসজিদের জন্য খাস সটো বিশেষভাবে নিজের বাসায় নিয়ে নাজায়যে। বরং মসজিদেও নিজের জন্য খাসভাবে গ্রহণ করা নাজায়যে। সটো এভাবে যে, কোন মুসহাফ নিয়ে পড়া। পড়া শেষে এমন বিশেষ জায়গায় মুসহাফটি রেখে দেয়া যাত করে কারো নজরে না পড়ে। যাত করে সেই ব্যক্তি মসজিদে এলে সেই মুসহাফ পড়তে পারে। কারণ সাধারণ জিনিসগুলো সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা আবশ্যিক।

পক্ষান্তরে, প্রশ্নকারীর সাথে মসজিদ থেকে নিয়ে যে মুসহাফ তাকে দিয়েছে এ ক্ষেত্রে তার উপর আবশ্যিক হলো সটো তার সাথে যে মসজিদ থেকে নিয়েছে সেই মসজিদে ফিরিয়ে দেয়া।”[ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন ‘নুরুন আলাদ দারব’ (২/১৬)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।